কবিতাবলি

মাতৃভাব

সোমনাথ ভট্টাচার্য

ধুলোপায়ে এসে কে যেন দাঁড়ায় কতখানি পথ ভেঙে,
ভুল করে কার ভুল পথে চলা হয়তো না বুঝে না জেনে!
অতি চড়া রোদে মুখখানা কার একেবারে গেছে শুকিয়ে,
কে কাঁদে ওখানে বড় বেদনায় সবার আড়ালে লুকিয়ে?
কার মনে যেন চিন্তার মেঘ; মুখে তারই ছায়া সঘন।
বেলা পড়োপড়ো; তবু কার দুটো খাওয়াও জোটেনি তখনও।
ভিজে জবজবে হয়ে এল নাকি কেউ বৃষ্টির ধারাতে,
গভীর আঁধারে কে বসেছে প্রায় শেষ ভরসাও হারাতে।
ধিকিধিকি-জ্বলা অশান্তি কার করে ছাড়ে সব ছারখার,
কত কী শেখার আগ্রহ তবু নিরুপায়ে মুখ ভার কার!
অসুখে অসুখে বহুদিন ধরে কে পড়ে রয়েছে শয্যায়,
পিছিয়ে পড়াতে কে অবহেলিত; বেঁচে থাকে লাজে-লজ্জায়।
খাবারের এঁটোপাতা সে এঁটোই; উঁচু-নিচু তার কী আবার?
বিদায়ের কালে সাথে আসা সে তো, সান্ত্বনা ব্যথা ভোলাবার।
সবদিকে চোখ রেখে একা-হাতে সাধা সকলের হিত—
এমন মাতৃভাব এ-জগৎ কোনওকালে দেখেনি তো।

মা তোমার কাছে

সমাজ বসু

সারাদিন লুকিয়ে বেড়াই—
নিজেকে আড়াল করি লোকালয় থেকে,
পাশ দিয়ে হেঁটে যায় প্রিয়জন না চেনার ভান করে
শিরায় শিরায় একটানা বেজে যায়—
দুঃখের একতারা, কেউ শোনে না।

জীবনের সব খেলায় হেরে যাওয়া,
আপাদমস্তক জর্জরিত আমি রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি
ফিরে আসি তোমার কাছে।—
আর আমি আসব জেনে,
অনেক রাত অবধি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকো তুমি—
মা।

সত্যিকারের মা

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

মায়ের নাম শান্ত নদী,
ক্লান্তিহরা বাতাস,
মনটা বলে, 'মায়ের সাথে
সই-মিতালি পাতাস।'
মায়ের মতো মা ছাড়া আর
কে বা কাছে টানে,
কে বা অমন সান্ত্বনা দেয়
দুখ্-ভোলানি গানে!
মায়ের চোখে আকাশ, দেখি
বিশ্বচরাচর,
দুষ্ট-শিষ্ট—সবাই আপন,
কেউ নয় মা-র পর।
মাকে মেলে রাতে-প্রাতে—
সন্ধ্যা-দুপুরবেলায়,
সান্ত্বনা পাই সংসারেতে
চরম অবহেলায়।
মা তো আমার-তোমার-সবার
সত্যিকারের মা,
যে যেখানেই থাকি, তা হোক
শহর কিংবা গাঁ॥

মা, আসবে তো

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

এমনি করে আসবে তো ফের
আমার শুকনো ক্ষেতে?
মেঘ ঘনিয়ে বৃষ্টি দেবে
অবাক মজায় মেতে।
মরচে পড়া আলিস্যি সব
খসবে আচম্বিতে
হাঁক দেবে, মা, 'ভুলিসনি কো
বীজ ছড়িয়ে দিতে'।

ডাক

প্রদীপ রায়চৌধুরী

অনন্ত আকাশ-ফেরত
ডানা ব্যথা-করা পাখিটাকে
সেদিন ঝিমুতে দেখেছিলাম।
সংসার আলুনি-লাগা
অশীতিপর বৃদ্ধাটি
জপমালার থলিতে
ঘরে ফেরার কড়ির খোঁজ পেয়েছেন
মনে হল।
পুতুলখেলায় হাঁপিয়ে ওঠা
খুকুমণি মার কোলে—
এখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে।
সে যাকগে, আমরা সবাই বুদ্ধ নই।
জরাক্লিষ্ট বৃদ্ধ অথবা প্রাণহীন দেহ
তাই আমাদের অত ভাবায় না।
তবু ভরসা আছে।
ভরসা আছে তাঁর কথায় :
'যারা এসেছে, যারা আসেনি,
যারা আসবে—
আমার ভালবাসা, আশীর্বাদ
সকলের উপর আছে।'
তাই নিশ্চিন্তে আছি।
আমায় তীরে ফেরাবার তাগিদ তোমার।
কান পেতে আছি,
কখন বলবে তুমি,
'অনেক হয়েছে, এবার চল্।'

কোল পেতে, নীরবেতে

চণ্ডীচরণ সিংহরায়

যখনি তাকিয়ে দেখি মুখপানে; ক্ষীণ-আলো ঘরের প্রদীপে
দেখি তুমিও তাকিয়ে আছ অপলকে শান্ত হাসিমুখে;
বলছ স্নেহের সুরে, 'দূরে কেন? আয় বাবা, আয়রে সমীপে
ত্যজি দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভার; পারাবারে মিছে ভয় কেন দূরে থেকে!'

মাতৃহৃদয় যেন ঘননীল দিগন্তের মতো সীমাহীন :
সেখানে ভুবন জুড়ে অবিরাম মমতার সিক্ত বাতাস
শিয়রে ব্যাকুল প্রাণে মাতৃছায়া স্থায়ী রাত্রিদিন—
বর্মসম মাতৃরূপা অভয়ার বাণী, মৃত্যুঞ্জয়ী আশ্বাস॥

দুবাহু বাড়ায়ে যেন আছ মাগো সন্তানের সদা প্রতীক্ষায়
শান্তি-আঁচল মেলে—জুড়াতে অশান্তিমাখা সবাকার প্রাণ,
কোল পেতে, নীরবেতে—স্নেহভরে ডাক দাও 'আয়—ওরে আয়!'
এসেছ পরিত্রাণে, শতকোটি সন্তানে, মুক্তির দিতে সন্ধান॥

সত্য জননী

সঙ্ঘমিত্রা সুরচৌধুরী

প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে তোমার আরতি
করিনি কোনওদিন,
তবু তুমি অপলকে চেয়ে থাক—
আমারই দিকে।
সংসারের শত কাজে
ভুলেই থাকি তোমাকে
তবু তুমি দুহাতে
আগলে রাখ।
দিনান্তে কর্ম-অবসরে
যখন তোমার পাদমূলে
জ্বেলে দিই সন্ধ্যাদীপখানি,
তখনই শুনি তোমার সেই অভয়বাণী :
ভয় কী, আছি তো আমি—
সকলের সত্য জননী।

পথহারার প্রশ্ন

প্রসাদ

‘বুড়ি’ ছুঁয়েই মুক্ত হব—বুড়ির সেটা ইচ্ছে নয়,
তাই তো আমায় বারে বারেই এই ধরাতে আসতে হয়।
কেন যে এই আজব খেলা, তা-ই ভেবে হয় আয়ুক্ষয়।
সব রহস্য বুঝতে পারি—এটাও বুড়ির ইচ্ছে নয়!

বুড়ির খেলার পুতুল হয়ে নাচতে হবে জীবনভোর।
যতই চেষ্টা করি না, ভাই, বুড়ির মায়ার ভীষণ জোর,
মুক্তি তবু মিলবে না তো, ছিঁড়বে না তো কর্মডোর।
জানি না ভাই কী অপরাধ! সামনে দেখি আঁধার ঘোর।

কর্মবিপাক! সেই কারণেই অসংখ্যবার আসতে হবে?
সংসারেতে সং সেজে তাই জীবনস্রোতে ভাসতে হবে?
স্বজন যদি হয় দুর্জন, তাকেও ভালবাসতে হবে?
দুঃখে যদি বুক ফেটে যায়, তাও কি আমায় হাসতে হবে?

পথ নাকি ভাই অনেকরকম, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি?
অষ্ট-অঙ্গ যোগের কথা বলেন মুনি পতঞ্জলি,
তার আগে ভাই দিতেই হবে ভোগবাসনা জলাঞ্জলি।
মুক্তি পেতে সাফ করো তাই মনের যত অন্ধগলি।

জ্ঞানী বলেন—বদ্ধ কেন? মুক্ত তুমি সব ক্ষণেই—
এক নিমেষেই মুক্তি পাবে এই কথাটা বুঝবে যেই।
‘ব্রহ্ম’ আছেন ওতপ্রোত সারা জগৎপ্রপঞ্চেই,
শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন—এছাড়া আর পন্থা নেই।

ভক্ত বলেন—ভাবছ কেন? পথ তো অতি সহজ, ভাই!
প্রেমেই মেলে ‘নন্দলালা’, প্রেমের পথেই মুক্তি পাই।
প্রেমকে করো আরতিদীপ, প্রেমের পথে বিঘ্ন নাই,
প্রেমভক্তির আগুন জ্বেলে কর্মবাঁধন করব ছাই।

কর্মযোগী বলেন হেসে—এসব কথায় কী সুখ পাও?
ঝাঁপিয়ে পড়ো কর্মে, যদি সহজ পথে মুক্তি চাও।
যুগের ধর্ম কর্মযোগই, মানবসেবায় জীবন দাও।
‘শিবজ্ঞানে জীবের সেবা’—ভুলো না এ-মন্ত্রটাও।

পথ হারিয়ে হতাশ ‘প্রসাদ’ বসেই আছে মায়ের দ্বারে,
ব্যর্থ আশায় দিন ফুরাল, মা যে ফিরে তাকান না রে!
ব্যাকুল হয়ে ভক্তজনে তাই তো শুধাই বারে বারে—
বলতে পারো, কোন্ পুণ্যে মায়ের আশিস মিলতে পারে?